প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নই আমাদের অঙ্গীকার

জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮

নির্বাচনী ইশতেহার

জাতীয় পার্টি

জাতীয় পার্টি

উন্নয়নের শপথ নিন- লাঙ্গল মার্কায় ভোট দিন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ　　জাতীয় পার্টি জিন্দাবাদ

ভূমিকা

সুদীর্ঘ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত সিঁড়ি বেয়ে দেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও জনগণের কাঙ্ক্ষিত বিজয় এখনো অর্জিত হয়নি। অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়া, ভোট আর ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের আশায় জনগণ বারবার আন্দোলন করেছে, রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে, একের পর এক সরকার পরিবর্তন করেছে, কিন্তু তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। শেষ পর্যন্ত দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্র বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে ১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তনের উদ্ভব হয়। তবে এসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় আজ স্পষ্ট হয়েছে। কোন্ রাজনৈতিক দল জনগণের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে– কোন্ দল দেশের উন্নয়ন ঘটাতে পারে– কোন্ দল দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে দেশ পরিচালনা করতে পারে এবং কোন দল দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সকল বিবেচনা, সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটা আজ প্রমাণিত এবং পরীক্ষিত সত্য যে, জাতীয় পার্টিই হচ্ছে সেই রাজনৈতিক দল। ৯ বছরের সরকার পরিচালনার সাফল্যের অভিজ্ঞতা এবং ভূমিকা পালনের অভিজ্ঞতা নিয়ে জাতীয় পার্টি আগামীতে সরকার গঠনের দৃঢ় আশা ব্যক্ত করে।

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব আমাদের দেশের অর্থনীতিতে ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির কারণে সাধারণ মানুষের জীবন দিনকে দিন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমির ক্রমহ্রাস, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা জনজীবনের নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করাসহ উন্নতি ও প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর আশংকা সৃষ্টি করছে। জাতীয় পার্টি অতীতে তাদের শাসন আমলের ন্যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন ধরনের বাস্তবধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। আগামী দিনের নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্যে জনগণের সামনে জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ওয়াদা এই ইশতেহারের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

সংস্কার :

এককেন্দ্রিক সরকারের পরিবর্তে প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে

১। পনের কোটি মানুষের এই সমস্যাসংকুল দেশ এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভব নয়। তাই দেশকে ৮টি প্রদেশে বিভক্ত করা হবে। প্রত্যেক প্রদেশে একটি প্রাদেশিক পরিষদ ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা থাকবে। প্রাদেশিক সরকারই সংশ্লিষ্ট প্রদেশের উন্নয়নসহ সার্বিক শাসন কার্য পরিচালনা করবে।

২। **প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য :**

* তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ গড়ে তোলা।
* প্রশাসনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া।
* বিচার ব্যবস্থা সহজ করা।

* সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
* স্থানীয় উন্নয়ন স্থানীয় নেতৃত্বের হাতে ন্যস্ত করা।
* সারাদেশে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
* নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের প্রয়াস গ্রহণ করা।
* স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান করা।
* স্থানীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
* অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করা এবং স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো।
* স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
* বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মতো যেখানে প্রাদেশিক ব্যবস্থা রয়েছে– তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকেও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়া।
(প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কিত জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রণীত একটি দিকনির্দেশনা সম্পর্কিত পুস্তিকায় বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়েছে।)

৩। ঢাকা শহর থেকে কমপক্ষে ৫০% সদর দপ্তর অন্যত্র স্থানান্তর করা হবে।

৪। **ইউনিয়ন পর্যায়ে :**

* প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন চেয়ারম্যানের পাশাপাশি একজন মহিলাসহ দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান রাখার বিধান করা হবে।

৫। আদালতসহ পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

৬। জাতীয় নির্বাচনে প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত ভোটে আনুপাতিক হারে সংসদ সদস্য নির্বাচন করার ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :

১। বর্তমানে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে এটা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০ সাল নাগাদ দেশের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২০ কোটি। এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য সর্বতোভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

২। বিনামূল্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ করা হবে।

৩। এক বা দুই সন্তান ধারণের পর পিতা-মাতা স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করলে তাদের এককালীন নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এসব পিতা-মাতার চাকরি, ঋণ প্রাপ্তিসহ সরকারি পর্যায়ে সুযোগ-সুবিধা প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৪। প্রত্যেক ইউনিয়ন থেকে জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রেজিস্টার্ড করা হবে। প্রতি মাসে এই হিসাব উপজেলায় পেশ করতে হবে। উপজেলা থেকে জেলায় এবং জেলা থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে হিসাব জমা হবে। প্রতি মাসে মন্ত্রণালয় থেকে দেশে জন্ম-মৃত্যুর হার নির্ণয় করে তা প্রকাশ করা হবে। এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫। ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ এবং মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর কড়াকড়িভাবে নিশ্চিত করা হবে। সিভিল ম্যারেজেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে :

১। প্রত্যেক ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা শহর এবং বড় শহরের বস্তিতে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করে তাদের নাম ও পরিবার সদস্যদের বিবরণ নিবন্ধিত (Registered) তালিকা করা হবে। নিবন্ধিত তালিকা ইউনিয়ন অফিস, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UHFWC), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং ইউনিয়ন ও উপজেলাস্থ সকল সরকারি অফিসে থাকবে। সঠিক তালিকা প্রণয়নের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সুশীল সমাজ এবং NGOদের সহায়তা নেয়া হবে।

২। নিবন্ধনকৃত (Registered) সকল অতি দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে চাল, ডাল ও তেল দেয়া হবে।

৩। ১০০ দিনের নিশ্চিত কাজের কর্মসূচিকে বাড়িয়ে ১২০ দিনে উন্নীত করা হবে। ১২০ দিনের নিশ্চিত কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে হতদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের সকল সবল ও সক্ষম সদস্যকে কৃষিতে কাজের সংস্থান করা হবে এবং ন্যায্য মজুরি সরকার থেকে দেয়া হবে।

৪। নিবন্ধিত অতি দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের সকল সদস্য কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UHFWC) ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে **বিনা খরচে** সকল পরামর্শ, রোগ পরীক্ষা, হাসপাতালে ভর্তিসহ সকল চিকিৎসা সুবিধা পাবেন। নিবন্ধিত দরিদ্র পরিবারের রোগাক্রান্ত সদস্যরা রেফারেল (Referral) ভিত্তিতে জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে **বিনামূল্যে** সকল ওষুধ এবং **বিনা খরচে** অপারেশন সুবিধাও পাবেন।

৫। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে সরকারি জমি দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য ভূমিহীনদের দেয়া হবে।

৬। গ্রাম, উপজেলা ও নিকটবর্তী শহরের বড় রাস্তার দুই পাশে ফলজ, ভেষজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে দেখাশুনা করে সকল ফল খাওয়া এবং বিক্রি করার অধিকার এলাকার নিবন্ধিত (Registered) অতি দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারকে দেয়া হবে। এতে পরিবেশগত উন্নয়নও হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা :

১। খাদ্য সামগ্রীর মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করা হবে।

২। রেশনিং ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নিম্ন মধ্যবিত্তরাও স্বল্পমূল্যে খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে।

৩। প্রয়োজনবোধে শহরে খোলাবাজারে কম দামে ভালো চাল বিক্রি করা হবে।

৪। প্রত্যেক শহরের উপকণ্ঠে কৃষি উৎপাদন সমবায়ের মালিকানায় সরকারি বরাদ্দ দিয়ে পাইকারি বাজার স্থাপন করে কৃষিপণ্যের ন্যায্য কিন্তু সুলভ মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। এসব কৃষি সমবায় থেকে সরাসরি ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরের প্রবেশপথের সংলগ্ন জায়গায় সরকারি অর্থে সৃষ্ট পাইকারি বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্য নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হবে।

৫। দেশীয় উৎপাদকদের স্বার্থরক্ষা করে দেশে কম উৎপাদিত পণ্য পাঁচ থেকে ২৫ লাখ টাকা মূল্যের আমদানির জন্য প্রত্যেক উপজেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সর্বোচ্চ একশ' জন বেকার শিক্ষিত মহিলা ও পুরুষকে Open General License (OGL) দেয়া হবে। এতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং ন্যায্যমূল্যে জনসাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতে পারবেন।

৬। প্রত্যেক জেলা-উপজেলায় খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রাখা হবে।

জ্বালানি নিরাপত্তা :

১। কয়লার বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

২। বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ব্যবহার করা হবে এবং চাহিদা অনুসারে বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে।

৩। বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৪। আমদানিকৃত জ্বালানি তেলের নির্ভরতা কমিয়ে আনা হবে।

৫। সারাদেশে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হবে। গ্যাস গাড়ি চালানো এবং শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হবে। নতুন গ্যাসফিল্ড থেকে গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬। পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হবে।

৭। রাজধানী ঢাকায় যাতে বিদ্যুৎ ঘাটতি না হয় সে লক্ষ্যে রাজধানীর জন্য আলাদা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

দেশ রক্ষা :

১। **সশস্ত্রবাহিনীকে সর্বতোভাবে আধুনিক করা হবে।**

২। সেনাবাহিনীকে দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিতে সম্পৃক্ত করা হবে।

৩। সশস্ত্রবাহিনীর অফিসারের অধঃস্তন অবসরপ্রাপ্ত জওয়ানদের জন্য প্রত্যেক জেলায় গৃহায়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

৪। বিডিআরকে শক্তিশালী করা হবে এবং সীমান্ত সুরক্ষায় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫। আনসার ও ভিডিপি'র বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে এবং তাদের আরো ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

শান্তি-শৃঙ্খলা :

১। জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হারে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো এবং পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকীকরণ করা হবে। পুলিশের বেতন ভাতা বৃদ্ধি এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

২। প্রতি জেলায় পুলিশের জন্য গৃহায়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া প্রত্যেক থানায় পুলিশের বাসস্থানের ব্যবস্থা রাখা হবে।

৩। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

শিক্ষা :

১। ছেলে ও মেয়েদের এইচ.এস.সি. পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

২। নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সরকারি শিক্ষকদের সমতুল্য করা হবে।

৩। এম.পি.ও.ভুক্ত বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতন ৯০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগে উন্নীত করা হবে।

৪। প্রত্যেক জেলায় টেকনিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে।

৫। নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার স্মৃতিবিজড়িত পায়রাবন্দে মহিলা ক্যাডেট স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ প্রত্যেক বিভাগে অন্তত একটি মহিলা ক্যাডেট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ ছাড়া প্রত্যেক জেলা শহরে পর্যাক্রমে একটি করে ক্যাডেট পর্যায়ের স্কুল স্থাপন করা হবে।

স্বাস্থ্য :

১। ১৯৯০ সালের ২৫ জুলাই জাতীয় পার্টির সরকার যে স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করেছিল– সেটা আরো আধুনিকায়ন করে বাস্তবায়ন করা হবে।

২। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৩। সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করা ডাক্তারদের অন্তত দুই বছর ইউনিয়নে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে হবে। অতঃপর তারা উচ্চতর ডিগ্রি লাভের সুযোগ পাবেন।

৪। প্রত্যেক ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এসব কেন্দ্রে সার্বক্ষণিকভাবে একজন ডাক্তার থাকবেন।

৫। কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।

৬। ধাত্রী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৭। ওষুধের দোকানের কর্মচারীদের জন্য ফার্মেসির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বেকার যুবকরাও এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। যাতে তারা প্রশিক্ষিত

অবস্থায় চাকরি পেতে পারেন। এরা গ্রামীণ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কাজেও ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

৮। গ্রাম্য চিকিৎসকদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৯। ইউনিয়নে বয়স্ক লোকদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা রাখা হবে।

১০। প্রত্যেক জেলায় নার্স প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপন করা হবে।

১১। জরুরি ভিত্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা শহরে প্রাথমিকভাবে প্রতি দুই থেকে তিন হাজার পরিবারের জন্য এলাকাভিত্তিক ১০০০ থেকে ১৫০০ জন এমবিবিএস চিকিৎসককে জেনারেল প্র্যাকটিশনার (General Prctitionar: GP) পদে নিয়োগ করা হবে পৌরসভার মাধ্যমে। তারা মাসিক একটি রিটেইনার ফি'র (Retainer Fee) বিনিময়ে নিবন্ধিত অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারদের বিনা পরামর্শ (Consultation) ফিতে চিকিৎসা দেবেন। সরকারি সকল ক্লিনিক ও হাসপাতালে GP প্রায়োজন মাফিক রেফার (Refer) করবেন। GP কে প্রাথমিক কার্ডিওলজি পরিচর্যার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তিনি Telemedicine-এ বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে GP ভালো স্বাস্থ্যসেবা দেবেন এবং তার যৌক্তিক আয়ও বাড়বে। GP চিকিৎসকরা জবাবদিহিতা করবেন মিউনিসিপ্যাল স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের কাছে। মিউনিসিপ্যালিটি GP চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধান করবেন এবং মাসিক রিটেইনার ভাতা নিয়মিত দেবেন।

১২। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুলভে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্থাপনের জন্য জনহিতকর ট্রাস্ট, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং NGOদের উৎসাহিত করা হবে। এতেও নিবন্ধিত হতদরিদ্র ও দরিদ্ররা বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন।

কৃষি :

১। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা হবে। উৎপাদিতকৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।

২। গ্রামের দুস্থ মানুষ ও কৃষকদের সেবায় পল্লীব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই ব্যাংক থেকে কৃষি কাজ এবং দুস্থ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরল হারে নামমাত্র শতকরা ৫ টাকা সেবা- বয়ে গ্রহণের শর্তে ঋণ বিতরণ করা হবে। ফসল ওঠার মৌসুমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মৌসুমি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩। উত্তরাঞ্চলে বরেন্দ্র প্রকল্পকে মূল পরিকল্পনা অনুসারে বিস্তৃত করা হবে।

৪। উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে।

৫। কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে প্রত্যেক জেলা শহরের উপকণ্ঠে পাইকারি বাজার স্থাপন করা হবে।

৬। দক্ষিণাঞ্চলের এক ফসলি জমি তিন ফসলি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৭। উপজেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে।

৮। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা হবে।

সামাজিক উন্নয়ন :

১। বৃদ্ধ ও কর্মক্ষমতাহীন লোকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভাতা প্রদান করা হবে।

২। পথকলি ট্রাস্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষা প্রদান এবং তাদের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৩। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

৪। প্রত্যেক উপজেলায় কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৫। প্রতি উপজেলায় প্রয়োজনীয় গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ভূমিহীন, ঠিকানাবিহীন মানুষকে পুনর্বাসিত করা হবে। উপজেলার উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করে তাদের আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে।

যোগাযোগ :

১। ফ্লাইওভার ও নতুন রাস্তা নির্মাণ এবং কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের প্রত্যেক জনঘনত্বপূর্ণ শহরের যানজট নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া সদরঘাট থেকে ঢাকার কেন্দ্রীয় লঞ্চ টার্মিনাল সরিয়ে পাগলায় একটি অত্যাধুনিক লঞ্চ টার্মিনাল স্থাপন করা হবে।

২। আন্তঃজেলা মহাসড়ক থেকে আধা থেকে এক কিলোমিটার ভেতরে সমান্তরালভাবে পাকা রাস্তা তৈরি করা হবে রিকশা, ভ্যান, বাস ও অন্য গাড়ির জন্য। এসব অভ্যন্তরীণ রাস্তার পাশে হাটবাজার বসতে পারবে। এ জাতীয় রাস্তা তৈরির খরচ হাইওয়ের ১/১০ অংশেরও কম।

৩। শহরের অভ্যন্তরে এবং অন্যান্য জেলায় সুলভে ও নিরাপদে যাতায়াতের জন্য সহস্রাধিক ভালো বিআরটিসি (BRTC) বাস ২-৩ বছরের মধ্যে চালু করা হবে।

৪। পদ্মা ও তিস্তা সেতু নির্মাণসহ গুরুত্ব অনুসারে দেশের যেসব নদীতে বর্তমানে ফেরি সার্ভিস রয়েছে সেখানে পর্যায়ক্রমে সেতু নির্মাণ করা হবে।

৫। কুতুবদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন করা হবে।

ধর্মীয় :

১। ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রত্যেক ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সম্মানজনক বেতন সরকার থেকে প্রদান করা হবে।

২। বিদ্যমান কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী আইন সংশোধন করা হবে।

৩। শরিয়তি আইন মান্য করা হবে।

৪। আল্লাহ, রাসুল (সাঃ) এবং শরিয়তের বিরুদ্ধে কটূক্তিকারীদের শাস্তির বিধান সম্বলিত আইন প্রণয়ন করা হবে।

৫। সকল ধর্ম বিশ্বাসীদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

নারী ও শিশু অধিকার :

১। নারী অধিকার সুরক্ষার জন্য পারিবারিক আদালতের কার্যকারিতা অধিকতর শক্তিশালী করা হবে।

২। শিশু মৃত্যুহার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল বিবাহ রেজিস্টার্ড করা বাধ্যতামূলক করা হবে।

৪। সকল ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়ন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

৫। সরকারি খরচে দরিদ্র মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের ভর্তির হার ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হবে যতদিন না ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সমান হয়।

৬। শিশু অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭। শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অফিস-আদালতে যৌননিপীড়ন বন্ধের জন্য একদিকে সামাজিক সচেতনা বাড়ানো হবে এবং অপরদিকে দ্রুত বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৮। আগামী দশ বছরের মধ্যে জাতীয় পার্টিতে ও সরকারে মহিলাদের ন্যূনতম ৩৩% পদ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৯। সকল আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে।

১০। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্য (Maternal Mortality) এবং নবজাতক ও শিশুমৃত্যুর হার নামিয়ে আনা হবে।

১১। যে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৫০ বা ততোধিক মহিলা কাজ করেন, সেখানে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হবে।

শিল্প ও অর্থনীতি :

১। দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনে দেশি-বিদেশি শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প নির্মাণে উৎসাহিত করা হবে।

২। নতুন শিল্পে বিশেষত মৎস্য খামার, পোলট্রি শিল্প এবং কৃষিজাত পণ্যের ব্যবহার সম্পর্কিত (যেমন পাট, ভোজ্যতেল, দুগ্ধজাত পণ্য, মসলা প্রভৃতি)

শিল্প প্রতিষ্ঠান মঙ্গা ও অনুন্নত এলাকায় স্থাপন করলে বিশেষ হ্রাসকৃত সুদে শিল্প ঋণের ব্যবস্থা এবং ১০ (দশ) বছর কর মওকুফ সুবিধা (Tax Holiday) দেয়া হবে।

৩। জেলা পর্যায়ে অবস্থিত বর্তমানে প্রায় অব্যবহৃত বিসিক (BISIC) শিল্পপার্ক সচল করার পর পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক উপজেলায় নতুন করে বিসিক শিল্পপার্ক স্থাপন করা হবে। বিসিক শিল্প পার্কে স্থাপিত শিল্পকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে।

৪। সকল গার্মেন্টস শিল্পকে বড় বড় শহরের সন্নিকটস্থ বিসিক শিল্প এলাকায় স্থানান্তরের জন্য সরকার বিশেষ সুবিধা দেবে।

৫। সরকারি খরচে ওষুধের কাঁচামাল ও কেমিক্যালস শিল্পের বিকাশের জন্য কয়েকটি বিসিক শিল্প পার্ক নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে।

৬। বাংলাদেশের ওষুধ বিদেশে রপ্তানী প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) ব্যবহৃত ল্যাবরেটরির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি এবং ওষুধের কাঁচামাল শিল্পে ব্যবহৃত সকল কেমিক্যালস ও অন্যান্য সকল দ্রব্যাদি আমদানির ওপর সকল প্রকার ট্যাক্স, শুল্ক, উন্নয়ন কর এবং ভ্যাট প্রত্যাহার করা হবে। তবে উৎপাদিত পণ্যের ওপর ভ্যাট (VAT) **বহাল থাকবে**।

৭। বাংলাদেশে যেসব কেমিক্যালস এবং ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদিত হবে তা কোনো অজুহাতে আমদানি করা যাবে না। আমদানি বিকল্প বিধায় প্রয়োজনে ওষুধের কাঁচামাল ও অন্যান্য কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য আগামী দশ বছরের জন্য প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১৫% করে সহায়তা (Subsidy) দেয়া হবে এবং আয়করমুক্ত করা হবে– যেমন বর্তমানে আয়কর রহিত ব্যবস্থা চালু আছে পোলট্রি শিল্পে।

৮। অধিক ফলনশীল পাট উৎপাদন এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার ও পাট শিল্পের প্রসারের জন্য ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে সরকারি অর্থে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে। ঢাকার পাট গবেষণাগার এবং BCSIR গবেষণাগারকে আরও সৃজনশীল করা হবে। দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক কোম্পানীসমূহকে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা ও গবেষণায় বিনিয়োগের জন্য আহ্বান করা হবে।

৯। বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে। বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের চাকরি ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষায় প্রত্যেক দূতাবাসে বিশেষ শিল্প ও শ্রমিক শাখা খোলা হবে।

১০। বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষ শিল্প রপ্তানী এলাকা (Export Processing Zone) খোলার সুবিধা ব্যবসায়ী, দেশের করপোরেট সংস্থা ও শিল্পপতিদের দেয়া হবে।

১১। স্থানীয় ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারের জন্য সমবায় ব্যাংক এবং পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (PKSF) মাধ্যমে 'পল্লী শিল্প ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১২। সকল শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় বাংলাদেশে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১৩। উৎপাদিত ও আমদানিকৃত পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য রংপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহীতে ৫টি BSTI (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট) ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে।

১৪। বন্ধ শিল্প কলকারখানা পুনরায় চালু করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৫। বিদেশ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হবে এবং পুঁজি বাজারে আস্থা ফিরিয়ে এনে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

১৬। দেশের অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পায়ন, বিদেশ পুঁজি বিনিয়োগ ও ব্যাংক ঋণের বিশেষ সুবিধা প্রবর্তন করা হবে।

১৭। পাটের বহুমুখী ব্যবহার এবং পাট শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে বছরে ৪০ লাখ বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা :

১। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সুদৃঢ় করা হবে।

২। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের চাকরি প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৩। জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা। নিবন্ধিত (Registered) মুক্তিযোদ্ধাদের সময়ের প্রাপ্যতানুযায়ী ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে।

৪। সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধার তালিকা করে গেজেট প্রকাশ করা হবে এবং তাদের কবরস্থান স্থানীয় পরিষদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে সংরক্ষণ করবে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ বই প্রকাশ করা হবে।

৫। জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের জন্য জাতীয় পার্টির সরকার জমি বরাদ্দ দিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত আজও সেখানে কোনো বিল্ডিং গড়ে ওঠেনি এবং আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়নি। জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের অফিস ও মিটিং-এর জন্য একটি দোতলা বিল্ডিং এবং সংলগ্ন জায়গায় শপিং সেন্টার স্থাপন করা হবে নামমাত্র সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে।

৬। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার জীবন উন্নয়নের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সকল অফিস ও শিল্পসমূহ সেক্টর কমান্ডারদের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালনা ও উন্নয়ন করা হবে। সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম এক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে।

৭। বিসিক শিল্প এলাকায় শিল্প স্থাপনে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং বিবিধ সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি :

১। ৫ বছরের মধ্যে প্রত্যেক জেলা শহরে একটি করে ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে।

২। সকল খেলাধুলায় মেয়েদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৩। দেশব্যাপী ক্রীড়া উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪। বিদেশ অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করে দেশীয় সংস্কৃতি বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে।

৫। প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজস্ব মাঠে খেলার ব্যবস্থা থাকা বাধ্যতামূলক করা হবে। খেলার মাঠবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়কে চলতে দেয়া হবে না।

পরিবেশগত উন্নয়ন :

১। জাতীয়ভাবে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশ গড়ে তোলাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

২। বুড়িগঙ্গা ও কপোতাক্ষ রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। শুকিয়ে যাওয়া নদীতে নাব্যতা সৃষ্টি করে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা হবে।

৩। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।

৪। প্রত্যেক শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর সভাকে সদা সচেষ্ট রাখা হবে।

রাজনৈতিক :

১। জাতীয় পার্টির রাজনীতির মূলমন্ত্র হচ্ছে শান্তি, সমৃদ্ধি, সংস্কার ও উন্নয়নের ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশকে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে নেয়া। গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য জাতীয় পার্টি সর্বদাই প্রতিহিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলো এবং থাকবে। দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারা প্রবর্তন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ফিরিয়ে আনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে জাতীয় পার্টি বদ্ধপরিকর।

২। জাতীয় পার্টি হরতালের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। হরতালসহ সংঘাতময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধের জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে।

অন্যান্য :

১। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন সর্বশেষ মূল বেতনের সমান করা হবে।

২। কার্যকর e-governance ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৩। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করা হবে।
৪। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে সরকারি জমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা হবে।
৫। সকল গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।
৬। ঢাকা শহর রক্ষা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের অবশিষ্ট অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করা হবে।
৭। ঢাকা শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হবে।
৮। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটাতে সর্বতো প্রচেষ্টা চালানো হবে।

উপসংহার :

একটি শতাব্দীকে পেছনে ফেলে বিশ্ব মানব সভ্যতা এক নতুন শতাব্দীতে পা রেখেছে। এই শতাব্দীতে মানুষ প্রযুক্তির এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে। সমকালীন মানবগোষ্ঠীর জন্য এ এক বিরল সৌভাগ্য। জাতীয় পার্টি আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও নীতি-আদর্শের একটি দল। নতুন শতাব্দীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এই দল সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যাণে সব সময় ব্রতী থাকবে। জাতীয় পার্টি আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী একটি দল। পার্টির ৯ বছরের শাসনামলে দেশের কল্যাণ ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আর সে কারণেই জনসাধারণের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এ সময় এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। জাতীয় পার্টি এখনো একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। সন্ত্রাস-ছিনতাই-রাহাজানি-খুন-দুর্নীতি ও দুঃশাসনমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য জাতীয় পার্টি সর্বদাই কাজ করে যাবে। জনগণ যদি আবার সুযোগ দেন তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হবে দ্রব্যমূল্যকে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আশা। তার জন্য আমরা খাদ্যসামগ্রীর ওপর প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দিতে চাই। দেশ থেকে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি সমূলে নির্মূল করে নিবিড় শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। জাতীয় পার্টি কখনো কোনো অসত্য আশ্বাস দেয়নি এবং আমরা অঙ্গীকার থেকেও কখনো সরে আসিনি। যে কোনো কিছুর বিনিময়ে জাতীয় পার্টি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পূরণে সফল হবেই। দেশ ও জনগণের উন্নয়ন, শান্তি, সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার স্বার্থে জাতীয় পার্টিকে ক্ষমতায় আসার সুযোগ দিন। প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নই আমাদের অঙ্গীকার। পরম করুণাময় আল্লাহ সকলের সহায় হোন।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
জাতীয় পার্টি জিন্দাবাদ।

প্রচার ও প্রকাশনায় ঃ জাতীয় পার্টির প্রচার ও প্রকাশনা দপ্তর, বাড়ি # ৭৫/ই, সড়ক নং-১৭/এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩। ফোন ঃ ৯৮৮৪১৭৭, ফ্যাক্স ঃ ৮৮১৩৪৩৩।
বিনিময় ঃ ৫০ টাকা

ইশতেহার-১২

জাতীয় পার্টির দলীয় সঙ্গীত

নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা

--- হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা
নতুন করে আজ শপথ নিলাম । ২
নব জীবনের ফুল ফোটাবো ২
প্রাণে প্রাণে আজ দীক্ষা নিলাম,
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা
নতুন করে আজ শপথ নিলাম । ২

যেখানে থাকবে না দুর্নীতি দুঃশাসন,
যেখানে থাকবে না নিপীড়ন নির্যাতন, ২
যেখানে থাকবে না বঞ্চনা গঞ্জনা,
সেখানে আমাদের ঠিকানা লিখলাম ।
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা
নতুন করে আজ শপথ নিলাম । ২

মাটি আর মানুষের সমন্বয় সাধনে,
সুখ সমৃদ্ধি আসবে জীবনে,
এগিয়ে চলবো সমুখের পানে,
স্রষ্টার কাছে এই শপথ নিলাম । ২
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা
নতুন করে আজ শপথ নিলাম । ২